প্রশ্ন ৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *'বাংলার ব্রত'* প্রবন্ধে কোন্ ব্রত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন? সেই ব্রতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দাও।

অথবা,

মেয়েলি ব্রত বলতে কী বোঝায়? এই ব্রতের স্বরূপ ও গুরুত্ব অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধানুসারে আলোচনা কর।

☞ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' প্রবন্ধে মেয়েলি ব্রত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি ব্রতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—এক হ'ল শাস্ত্রীয় ব্রত, আর এক মেয়েলি ব্রত। এই মেয়েলি ব্রত আবার দু'ভাগে বিভক্ত—কুমারী ব্রত এবং নারী ব্রত। মেয়েলি ব্রতের মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার সমাজের পরিচয় অনেকটা ফুটে ওঠে। শাস্ত্রীয়

Scanned with CamScanner

ব্রতের দ্বারা তেমনটা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় ব্রত আসলে পূজা-অর্চনা-যাগ-যজ্ঞের আনুসঙ্গিক কিছু ক্রিয়া পদ্ধতি। সেগুলিকে লেখক পরিহাস ক'রে বলেছেন, "হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দু ব্রতমালাবিধান, চিনির ঢেলার আকারে যেন কুইনাইন পিল।" কিন্তু মেয়েলি ব্রত হ'ল জীবন্ত ব্রত, সমাজের সজীব অনুষ্ঠান। সেই জন্যেই সমাজের স্বরূপ জানতে, ইতিহাস জানতে এই মেয়েলি ব্রত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রত হ'ল কোনো কামনা বা বাসনাকে সমবেত ভাবে দেবতার কাছে নিবদনের অনুষ্ঠান। প্রাচীন যুগেই এই ভাবে ব্রতের উৎপত্তি হয়েছিল। এখনো সেই ধারা চলছে। লোক জীবনেই ব্রতের উদ্ভব ঘটে। আর্যদের এদেশে আসবার পূর্বে অনার্য মেয়েরাও এই রকম ব্রত অনুষ্ঠান করত, আর্যরা তাদেরই প্রভাবে নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে কিছু ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। তবে, লৌকিক ব্রতে যে প্রাণের স্পর্শ অনুভব করা যায়, আর্যদের শাস্ত্রীয় ব্রতে সেটা লক্ষণীয় নয়।

বাংলা দেশে যে সকল ব্রত প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্রত হ'ল পূর্ণিপুকুর ব্রত, সুবচনীয় ব্রত, আমলকী দ্বাদশী ব্রত, বসুধারা ব্রত, ভাঁদুলি ব্রত, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, ইতু ব্রত ইত্যাদি। প্রতিটি ব্রতের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ছড়া। সেই ছড়া গুলোই সেকালের ইতিহাস বহন করে চলেছে। ছড়ার মধ্যে দিয়ে জানা যায় ব্রতকারিনীদের কামনা বাসনার স্বরূপ। শাস্ত্রীয় ব্রতে সূর্য বন্দনার বা ঊষা বন্দনার কিছু ছড়া বা শ্লোক পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেগুলো কৃত্রিম। তাতে প্রাণের ছোঁয়া নেই। অথচ, মেয়েলি ব্রতের জলতোলা ছড়া, কুয়াশা ভাঙা ছড়া;ঊষা বন্দনার ছড়া যা পাওয়া যায় তাতে শুধু লোকসাহিত্যের নয়, লোকজীবনের পরিচয়ও যেন ফুটে উঠেছে। যেমন, ভাঁদুলি ব্রতের জলতোলার ছড়ায় বলা হয়েছে—

"এ নদী সে নদী একখানি মুখ।
ভাঁদুলি ঠাকুরানী ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানি মুখ।
দিবেন ভাঁদুলি তিন কুলে সুখ।"

সকালের কুয়াশা ভাঙার ছড়া হিসেবে রয়েছে—

"কুয়া ভাঙুম কুয়া ভাঙুম
বেথলার আগে,
সক্কল কুয়া গেল ঐ
বরই গাছটির আগে।"

যে কোনো মেয়লি ব্রত অনুষ্ঠিত হবার কতকগুলিপর্যায় আছে। প্রথমে অনুষ্ঠানের জায়গাটি তৈরি করতে হয়। ব্রত অনুসারে সেই জায়গা তৈরি হয়। যেমন, পুর্ণিপুকুর ব্রতে একটা পুকুর কাটতে হয়, তার মধ্যে একটা বেলের ডাল পুঁততে হয়। তারপর জল ঢেলে পুকুর ভর্তি করতে হয়। তারপর ফুলের মালায় সেই বেলের ডাল ও পুকুরের চারিধার সাজিয়ে দিতে হয়। কেউ

Scanned with CamScanner

কেউ স্থানটার সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য আলপনাও দেয়। কামনা-বাসনা জানাবার জন্য মেয়েরা সেই পুকুরের জলে, বেলের ডালে ও আলপনায় ফুল ধ'রে ধ'রে ছড়া বা মন্ত্র বলে। আর সেভাবেই নিজেদের কামনা জানায়। ছড়াও সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। পূর্ণিপুকুর ব্রতের একটি পরিচিত ছড়া—

"পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী
ভায়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না,
পৃথিবীতে ধরতে না।"

আমরা আগেই বলেছি, আর্যরা এদেশে আসার আগেই এখানকার আদিম মানুষেরা ব্রতের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এই অনার্যদের বলা হয়েছে 'অন্য ব্রত'। ব্রতের ছড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে এই আদিম অনার্য জাতির সংস্কৃতির আভাসও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সভ্য সমাজ তার নাগরিকজীবনে অনেক কিছুই পাল্টে ফেলেছে, কিন্তু মেয়েদের লোকাচার বা ব্রত অনুষ্ঠান কিছু কিছু বজায় রয়েছে। লেখক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, প্রাচীন যুগের শিবের বিবাহ এবং একালের 'বার-অ্যাট-ল-র' বিবাহ একই পদ্ধতিতে হয়। বিয়েতে যে লোকাচার দেখা যায়, তা' বহুকাল আগে থেকে চলে আসছে। আর সেই লোকাচারের মধ্যে দিয়ে বহুকাল আগের সংস্কৃতির পরিচয়টাও আমরা পেয়ে যাই।

ব্রত অনুষ্ঠানের শেষ অধ্যায়টি হ'ল ব্রতকথা। ব্রতের আসল অনুষ্ঠানটি—ফুল ধ'রে কামনা জানাবার কাজটি শেষ হ'লেই শুরু হয় ব্রতকথা। এ আর কিছু নয়, যেন গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ হবার পর বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। সেই আড্ডায় মেয়েরাই গল্প বলে। সেই গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্রতের দেবদেবীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা হয়। একজনের মুখ থেকে গল্পগুলো আর একজনের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সৃষ্টি হয় গল্প কথা, যা লোকসাহিত্যের উপাদান। উত্তরকালে এভাবে প্রচলিত গল্পগুলিই কোনো প্রতিভাধর কবির স্পর্শে পরিণত হয় আখ্যান কাব্যে। ব্রতকথার সঙ্গে ব্রতের মূল অনুষ্ঠানে সম্পর্ক ক্ষীণ। গল্পগুলি নিছকই বিনোদনের সামগ্রী।

শুধু যে আমাদের দেশেই এরকম মেয়েলি ব্রত এবং ব্রতকথার অস্তিত্ব আছে তা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য কিছু দেশেও ব্রত প্রচলিত ছিল। যেখানেই আদিম জাতির বসবাস ছিল, সেখানেই ব্রত অনুষ্ঠানের জন্ম হওয়া সম্ভব। লেখক এ প্রসঙ্গে আমেরিকার 'হুইচল্' জাতির কথা উল্লেখ করেছেন; যাদের সংস্কৃতিতে ব্রত কথা আছে। মেক্সিকোর আদিবাসীদের মধ্যেও এমন মেয়লি ব্রতের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সকল ব্রতের ছড়ার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আদিম জাতির সংস্কৃতির পরিচয়ও অনুধাবন করা যায়। কাজেই, মেয়েলি ব্রত যে কোনো জাতির সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। জাতির ইতিহাস অনুসন্ধানের একটা বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম। এই জন্যই মেয়েলি ব্রত একদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner